দৈনিক সংবাদ

তারিখ 7 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

মূলাদী

মূলাদী, ২৮ মার্চ (সংবাদদাতা)।— জয়ন্তি, আড়িয়ালখাঁ, নয়াভাংগনী নদীসহ অসংখ্য উপনদী ও শাখা নদী পরিবেষ্টিত মূলাদী উপজেলা প্রধানতঃ ৯টি দ্বীপের সমষ্টি। সমগ্র উপজেলার ভিতর একমাত্র চরকালেখা ইউনিয়ন ব্যতীত ৬টি ইউনিয়নসহ অপর সব ক'টি নদী দ্বীপের মধ্য দিয়ে বড় বড় শাখা নদী প্রবাহিত হয়ে সেগুলোকে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন জনপদে পরিণত করেছে। ফলে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা হতে এটির উন্নয়ন সমস্যা ভিন্নতর প্রেক্ষাপটের।

নদীর ভাঙ্গন

বর্তমানে উপজেলার প্রধান প্রধান ৩টি নদীই ভাংগনের কবলে পতিত। নদী ৩টি প্রতি বছরই তীরবর্তী জনপদগুলোকে গ্রাস করে বয়ে আনে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। বাড়ী-ঘরহীন করে শত শত পরিবারকে এ অব্যাহত ভাঙ্গন ও প্রাকৃতির বিপর্যয় ব্যাহত করে উন্নয়ন প্রচেষ্টা। প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা।

পরিসংখ্যান

১৯৮৩ সালের ২৪ মার্চ মূলাদীকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। এর আয়তন ১শ ১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১ লাখ ৫২ হাজার। ইউনিয়ন ৭টি। আবাদী জমি ৩৯ হাজার ৫শ' ৯৩ একর। গভীর নলকূপ ২১টি। অগভীর নলকূপ ১ হাজার ৩শ' ৭৫টি। পানীয় জলের নলকূপ ১ হাজার ৫শ' টি। হাসপাতাল ১টি। ক্লিনিক ৭টি। হাট ৩০ টি। বাজার ৬টি। পাকা রাস্তা ১ মাইল। নদীপথ ৬০ মাইল। মাছের খামার ৭টি। সেলাই কেন্দ্র ৭টি। বীজ বর্ধন খামার ৭টি। মহাবিদ্যালয় ১টি। হাই স্কুল ২৪টি। প্রাইমারী স্কুল ৭৪টি।

সমস্যা

মূলাদী উপজেলা মূলতঃ বহুবিধ সমস্যায় আক্রান্ত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার। তন্মধ্যে যাতায়াত, বিদ্যুত সরবরাহ, শিক্ষা, যোগাযোগ; শিল্প, চিত্তবিনোদন, উন্নয়ন এ সবকিছুই সমস্যার অতলে নিমজ্জিত। সরকার এ উপজেলায় ১৯৮৩-৮৪ সালে অর্থ বছরে ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে তা সফল বাস্তবায়ন করে। সমস্যার তুলনায় উদ্যোগহীনতা ও অব্যবস্থাই এর পশ্চাদপদ তার মূল কারণ বলে জানা যায়।